সারা বছর উৎপাদনশীল বেগুন জাত

বারি বেগুন-৮

বারি বেগুন-১০

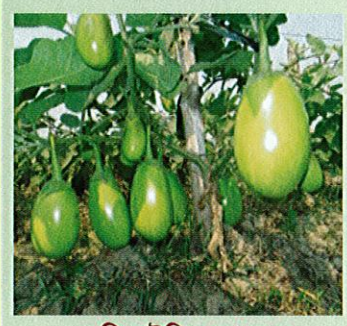

বারি হাইব্রিড বেগুন-৪

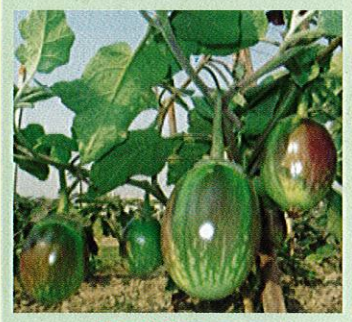

বারি হাইব্রিড বেগুন-৫

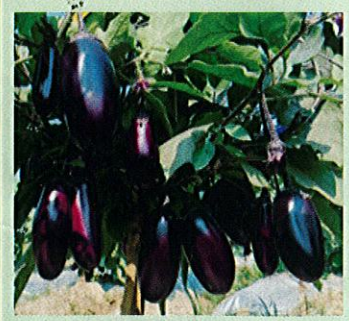

বারি হাইব্রিড বেগুন-৬

বেগুন একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। জনপ্রিয়তার কারণে সারা বছর এ বছর সবজি পাওয়া যায়।

বেগুনে প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে রয়েছে-

কার্বোহাইড্রেট	- ৬ গ্রাম
প্রোটিন	- ১ গ্রাম
এনার্জি	- ২৫ কি. ক্যালরী
ডায়েটারী ফাইবার	- ৩ গ্রাম
স্নেহ	- ০.২ গ্রাম

ভিটামিন:

ফোলেট	- ২২ মা. গ্রাম
ভিটামিন এ	- ২৩ আই ইউ
ভিটামিন সি	- ২.২ মি. গ্রাম
বিটাক্যারেটিন	- ১৪ মা. গ্রাম
ভিটামিন কে	- ৩.৫ মা. গ্রাম

মিনারেলস্:

ক্যালসিয়াম	- ৯ মি. গ্রাম
পটাসিয়াম	- ২২৯ মি. গ্রাম
ফসফরাস	-২৪ মি. গ্রাম
সোডিয়াম	-২ মি. গ্রাম
জিঙ্ক	-০.১৬ মি. গ্রাম

বীজের হার এবং বীজ বপনের সময়

বীজের পরিমাণ: ১৫০-২০০ গ্রাম/হেক্টর (১ গ্রাম/শতাংশ)।

বীজ বপন: সেপ্টেম্বর/মধ্য ভাদ্র (শীতকালে) এবং মধ্য-ফেব্রুয়ারি/ফাল্গুন (গ্রীষ্মকালে)।

চারার বয়স, সংখ্যা ও দূরত্ব: চারার বয়স ২৫-৩০ দিন (৪-৬ পাতা বিশিষ্ট) হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। গাছের দূরত্ব ১.২ x ০.৭ মি হলে হেক্টর প্রতি ১২০০০টি ও শতাংশ প্রতি ৪৮টি চারার প্রয়োজন হয়।

সারের মাত্রা (হেক্টর প্রতি)

গোবর	১০,০০০ কেজি	জিপসাম	১০০ কেজি
কম্পোস্ট	৩,০০০ কেজি	দস্তা সার	১০ কেজি
ইউরিয়া	৩৫০ কেজি	বোরিক এসিড	১০ কেজি
টিএসপি	৩০০ কেজি	ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১০ কেজি
এমওপি	২৫০ কেজি		

প্রয়োগ পদ্ধতি

উত্তম রূপে জমি তৈরীর পর সম্পূর্ণ গোবর, কম্পোস্ট সার এবং টিএসপি, জিপসাম, দস্তা, বোরণ, ম্যাগনেসিয়াম সার ও ১/৩ অংশ এমওপি সার চারা রোপনের গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ২/৩ অংশ এমওপি ও সম্পূর্ণ ইউরিয়া সমান চার কিস্তিতে চারা রোপনের ১৫ দিন পর, বাড়ন্ত অবস্থায়, ফুল ধরা অবস্থায় ও ফল সংগ্রহের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা

সেচ দেওয়া: প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফল ধারণ ব্যাহত হয়। তাই শুষ্ক মৌসুমে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন।

খুটি দেওয়া: কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই খুটি দিতে হবে।

মালচিং: সেচের পর জমিতে চটা বাঁধে। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

আগাছা দমন: জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা প্রয়োগ করতে হবে।

শোষক শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে শোষক শাখাগুলো গাছের ফলনে এবং যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই গাছের গোড়ার দিকে শোষক শাখা অপসারণ করা।

ফসল সংগ্রহ

চারা লাগানোর ২-৩ মাস পরই ফসল সংগ্রহের সময় হয়। ৪-৫ দিন পরপর গাছ থেকে ধারাল ছুরির সাহায্যে বেগুন সংগ্রহ ভাল।

ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা

দিনে ঠান্ডা অংশে (যেমন- ভোরে বা বিকেলে) সংগ্রহ করে ছিদ্রযুক্ত প্লাষ্টিকের পাত্রে এবং ঠান্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা। সম্ভব হলে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। বেগুনকে বাজারজাতকরণের পূর্বে ধুয়ে বাছাই (Sorting) ও গ্রেডিং করা। কৃষককে সর্বাবস্থায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

ফলন

উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৫-৫৫ টন পাওয়া যায়।

বালাই ব্যবস্থাপনা

পোকা মাকড়

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা।
- আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
- ট্রেসার কীটনাশক (০.৫ মিলি/লিটার) স্প্রে করা।

পাতার হপার পোকা/জাব/সাদা মাছি/থ্রিপস পোকা

- বায়োনিম প্লাস (Azadiractin) @ ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করা।
- আক্রমণ বেশি হলে সাকসেস ২.৫ এস সি (Spinosad), Polo ৫০০ SC (Difenthuron), ইনটিপ্রিড ১০ এস সি (Chlorfenapyr) বা ইমিটাফ ২০০ এস এল (Imidacloprid) ১ মিলি/লিটার মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করা।

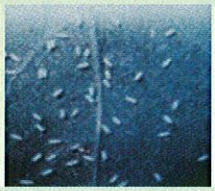

রোগবালাই

কান্ড পচা ও ফল পচা/ফমপসিস

রোগ কান্ডে দেখা দিলে গাছের গোড়াসহ মাটি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ব্যভিস্টিন বা নোইন মিশিয়ে স্প্রে করা।

ঢলে পড়া

- আক্রান্ত জমিতে শস্য পর্যায় অনুসরণ করা।
- পরিমাণ মত সেচ দিতে হবে।
- জাতগুলো ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট/ ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা।

ঘন ঘন কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়। এর ফলে পোকা কীটনাশকের প্রতি দ্রুত সহনশীলতা গড়ে তোলে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন
সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
বিএআরআই, গাজীপুর
টেলিফোন: ০২-৪৯২৬১৪৯২;
ই-মেইল: cso.veg.hrc@gmail.com

রচনা
ড. এ কে এম কামরুজ্জামান, পিএসও
ড. ফেরদৌসী ইসলাম, সিএসও
ড. মোঃ নাজিম উদ্দিন, এসএসও
সবজি বিভাগ, উগকে, বিএআরআই, গাজীপুর

প্রকল্প সহযোগিতা: স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট, বিএআরআই

প্রকাশক
সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ও
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বারি অংগ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশ কাল
জুন ২০২০ খ্রি.

অর্থায়ন
জিওবি ও ইফাদ

IFAD
Investing in rural people

প্রকাশনা সংখ্যা: ০৪ (চার)

মুদ্রণ সংখ্যা: ২৮০০ কপি